ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ

অন্যান্য নবীগণের ইলমে গায়েব

(১) হযরত আদম আলাইহিস সালাম ছিলেন প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী। তাঁর ইলম সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا –

"আল্লাহ তায়ালা আদম আলাইহিস সালামকে সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর নাম ও গুণাগুণ সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন"। শুধু শিক্ষা দেয়া নয়- বরং ভূমন্ডল থেকে নভোমন্ডল পর্যন্ত যাবতীয় বস্তু তাঁর গোচরীভূত করেছেন। অণু থেকে পাহাড়, বিন্দু থেকে সিন্ধু, ভূমন্ডল থেকে নভোমন্ডল পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে এবং হবে- সেসব বিষয়েরও শিক্ষা দান করেছেন। (তাফসীরে জালালাঈন)। এতে প্রতীয়মান হলো- নবী হলেন অদৃশ্য জগতের গায়েবী সংবাদদাতা।

(২) হযরত ঈছা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক ৫টি মো'জিযা। যথাঃ- মাটি দিয়ে জীবন্ত পাখী তৈরী করা, অন্ধকে দৃষ্টি দান করা, কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করা, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা এবং অদৃশ্য সম্পদের সংবাদ দেয়া- এই পঞ্চ মোজেযা দান করেছিলেন। তাঁর ইলমে গায়েব সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ-

www.sunnibarta.com

وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ-

অর্থঃ- "হযরত ঈছা আলাইহিস সালাম হাওয়ারীদেরকে বললেন- "আমি তোমাদেরকে গায়েবী সংবাদের মাধ্যমে বলে দিতে পারি- তোমরা কি কি খাচ্ছো এবং তোমাদের ঘরে কি কি জমা করে রাখছো"। (সূরা আলে ইমরান, ৪৯ আয়াত)।

অত্র আয়াতে تَدَّخِرُوْنَ এবং تَأْكُلُوْنَ দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যত- উভয়কালই বুঝাচ্ছে- অর্থাৎ "ভবিষ্যতে তোমরা কি কি খাবে এবং কি কি জমা করে রাখবে- তাও আমি না দেখেই বলে দিতে পারি"।

বুঝা গেল- নবীগণের ইল্‌ম অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। ভূতও ভবিষ্যৎ নবীগণের নখদর্পনে থাকে। আমাদের প্রিয়নবীর ভূতও ভবিষ্যতের ইল্‌মে গায়েব তো প্রশ্নাতীত বিষয়।